পার্থিব প্রবাসকাল ও স্বর্গীয় আশীর্বাদ

(Wordly Sojourn & Heavenly Blessing)

আদিপুস্তক ৪৭:৯-২৭ পদ

গত সপ্তাহে আমরা যাকোবকে সপরিবারে মিসরে নেমে যেতে দেখেছি। আমরা আরও দেখেছি, মিসরের রাজা তথা ফরৌণের সঙ্গে যাকোব সাক্ষাৎ করেছে এবং ফরৌণ যখন যাকোবের কত বয়স জানতে চেয়েছে, তখন যাকোব তাকে উত্তর দিয়েছে, ***"আমার প্রবাসকালের এক শত ত্রিশ বৎসর হয়েছে; আমার আয়ুর দিন অল্প ও কষ্টকর হয়েছে এবং আমার পিতৃপুরুষদের প্রবাসকালের আয়ুর তুল্য হয়নি"*** (৪৭:৯)। গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, যাকোবের এই উত্তর কেন সম্পূর্ণ ভুল ছিল, পৃথিবীর মাটিতে নিজের প্রবাসকালকে এইভাবে বর্ণনা করে যাকোব যে সত্যকে অস্বীকার করেছে, তা হল, যাকোব যা পাবার যোগ্য ছিল, ঈশ্বর তার থেকে অনেক বেশি তাকে দিয়েছিলেন। এই সত্য আমাদের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য।

ক। যাকোব সঠিক <u>কথা</u> বলেছিল: তথাপি যাকোব যখন পৃথিবীর মাটিতে তার প্রবাসকালকে অল্প, কষ্টকর ও তার পিতৃপুরুষদের তুল্য নয় বলে বর্ণনা করেছিল, তখন সেই কথা সম্পূর্ণ ভুল ছিল না। দুটি দিক থেকে যাকোবের সেই কথা গভীর অর্থে সঠিকও বটে। আজ আমরা দেখব, পৃথিবীর মাটিতে নিজের প্রবাসকাল সম্পর্কে যাকোবের এই কথা কেন সঠিক ছিল, যাকোব কীভাবে তার জীবনে বিভিন্ন মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। বিগত ২০ বৎসর যাবৎ, যোষেফ যে একা তার জীবনে গভীর ব্যথা অনুভব করেছে, তা নয়, তার পিতা যাকোবও সেই ব্যথা বহন করেছে। কেবল তাই-ই নয়, সেই ২০ বৎসরের পূর্বেও যাকোবের জীবন খুব একটা মসৃন ছিল না। তাই, আমরা পৃথিবীর মাটিতে যাকোবের প্রবাসকালকে তার পিতা ইস্হাকের প্রবাসকাল থেকে অনেক বেশি কষ্টের প্রবাসকাল হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য; এবং তার ঠাকুরদা অব্রাহামের থেকেও হয়ত সেই প্রবাসকাল ছিল বেশি যন্ত্রণার। এই কথা যখন যাকোব বলেছিল, তখন যদিও তার মৃত্যু হয়নি, তথাপি আমরা জানি বাস্তবে পৃথিবীর মাটিতে তার আয়ুর পরিমাণ তার পিতা ও ঠাকুরদার থেকে সত্যিই কম ছিল: অব্রাহামের ১৭৫ বৎসর (২৫:৭) ও ইস্হাকের ১৮০ বৎসরের (৩৫:২৮-২৯) তুলনায়, যাকোব বেঁচেছিল ১৪৭ বৎসর (৪৭:২৮)।

১। প্রথম যে কারণে, আমরা যাকোবের এই উত্তরকে সঠিক বলতে পারি, তা হল, **পৃথিবীর মাটিতে যাকোব তার জীবনকে *"প্রবাসকাল"* হিসাবে বর্ণনা করেছে**। ফরৌণ যদিও তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ***"আপনার কত বৎসর হয়েছে?"*** কিন্তু যাকোব উত্তর দিয়েছে, ***"আমার <u>প্রবাসকালের</u> আয়ু এক শত ত্রিশ বৎসর হয়েছে।"*** যাকোব জানত, পৃথিবীর মাটিতে সে যে সময় কাটাতে চলেছে, কেবল সেটাই তার জীবন নয়; কারণ তা প্রবাসকাল মাত্র, অর্থাৎ কোনও একটি স্থানে কিছু কালের জন্য অস্থায়ী বসবাস, তা চিরকাল বসবাসের জন্য নয়। যাকোব প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে পদ্দন-অরামে গেছে, সেখান থেকে প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরেছে, আবার এখন প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে মিসরে এসেছে। এই মিসরে আগামী ১৭ বৎসর যাকোব যদিও পৃথিবীর মাটিতে তার প্রবাসকালের সবথেকে স্বচ্ছন্দপূর্ণ সময় কাটাতে চলেছে, কিন্তু সেই মিসর কখনও তার গৃহ হবে না। সদাপ্রভু, যিনি যাকোবের সঙ্গে মিসরে নেমে যাবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনিই আবার তাকে বলেছেন, তাকে পুনরায় কনানে ফিরিয়ে আনবেন (৪৬:৪)। তাই, কনান থেকে যাকোব ও তার পরিবারের মিসর যাত্রা হল ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী ঘটনা মাত্র। এই কারণে যাকোব যোষফকে এই দিব্য করতে বাধ্য করেছিল যে, যাকোবের মৃত্যুর পর তাকে যেন মিসরে কবর দেওয়া না হয়, কিন্তু তার দেহকে কনানে নিয়ে যাওয়া হয় ও তাদের পারিবারিক কবরস্থান, যা অব্রাহাম ক্রয় করেছিল (২৩:৯), সেই মকপেলাতে কবর দেওয়া হয়।

যোষেফও মিসরে তার পরিবারের সময়কে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রবাসকাল হিসাবে স্বীকার করেছে, তাকে তাদের স্থায়ী বসবাসের স্থানে আগমন বলেনি। এই কারণে, যোষেফ আগে থেকে তাদের শিখিয়ে দিয়েছিল, ফরৌণ যখন তাদের জীবিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে, তখন যেন তারা মেষপালনের কথা বলে। কারণ যোষেফ জানত, মিসরীয়রা যেহেতু মেষপালকদের ঘৃণা করত, সেইহেতু ফরৌণ তাদের গোশন প্রদেশে বাস করতে বলবে, যা ছিল মিসরের একেবারে পূর্ব প্রান্তে (৪৬:৩১-৩৪)। ফলস্বরূপ, তারা মিসরীয়দের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে না, এবং ঈশ্বর যখনই তাদের মিসর ত্যাগ করতে বলবেন, তখনই তারা প্রস্তুত থাকতে পারবে।

যাকোব ও যোষেফের এই কথা থেকে আমরা পৃথিবীর মাটিতে আমাদের সময়কে কীভাবে চিন্তা করি, সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এই পৃথিবীর মাটিতে আমাদের সময় যদি সর্বস্ব হয়ে থাকে, এবং এই পৃথিবী যদি আমাদের একমাত্র প্রকৃত গৃহ হয়ে থাকে, তাহলে এখানে আমরা যে সমস্ত বিষয় আশা করি, তা যদি না পাই, তাহলে তার দ্বারা আমরা নিরাশাগ্রস্ত হতে বাধ্য। পৃথিবীর মাটিতে আমরা যে সময় কাটাই, কেবল সেটাই যদি আমাদের সামগ্রিক জীবন হত, এবং তা যদি যাকোবের মতো অল্প ও কষ্টকর হত, তাহলে আমাদের নাম পরাজিতদের খাতায় লেখা হত। কিন্তু এই জগৎ যদি আমাদের সত্য গৃহ না হয়, পরিবর্তে তা আমাদের সত্য স্বর্গীয় গৃহে পৌঁছাবার পথে একটি ক্ষণস্থায়ী বিরতির স্থান মাত্র হয়, তাহলে তা আমাদের বর্তমান দুঃখ-কষ্ট ও আনন্দকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করবে।

বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য আমরা একটি পার্থিব উদাহরণকে চিন্তা করব। ধরুন, আপনি আপনার গাড়ীতে চড়ে দার্জিলিং থেকে কলকাতাতে আপনার বাড়ীতে ফিরছেন। কিন্তু পথে প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যার কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, আপনি বাধ্য হন পথে একটি স্থানে একটি ছোট হোটেলে রাত কাটাতে। এখন, আপনি কি সেই হোটেলে কেন আলাদা স্নানাগার নেই, কিংবা রাতের খাবারের মেনুতে রুই মাছের তরকারি নেই, সেই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করবেন? আপনি জানেন যে, সেই হোটেলে আপনি চিরকাল কাটাবেন না, এক রাত বা দুই রাত সেখানে কাটোনোর পর, আপনি আপনার নিজের বাড়ীতে পৌঁছাবেন, আর সেই হোটেলে রাত কাটাবার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে হাসবেন। আবার ধরুন, আপনি আপনার অফিসের কোনও কাজে দিল্লী গেছেন, আর অফিসের খরচায় আপনি সেখানকার সবথেকে ভালো হোটেলে (তাজ হোটেলে) দুই রাত কাটাবার সুযোগ পেয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই সেই হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্য চিরকাল ভোগ করার কথা চিন্তা করবেন না? সেই হোটেলের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য যদিও মন ভোলায়, কিন্তু আমরা জানি, তা কেবল কয়দিন ভোগ করার জন্য।

একই ভাবে এই পৃথিবী আমাদের চিরকালের বসবাসের প্রকৃত গৃহ নয়। আমাদের বৃহত্তর যাত্রায় এই পৃথিবী হল একটি বিরতি মাত্র। তাই, এখানে আমরা যে কটা দিন কাটাই ও যে সমস্ত আনন্দ উপভোগ করি, তার জন্য আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করব, কারণ সমস্ত উত্তম বিষয় তাঁর কাছ থেকে আসে (যাকোব ১:১৭); কিন্তু এখানে কী পেলাম বা না পেলাম, তার দ্বারা কখনও আমাদের জীবনকে আমরা বর্ণনা করতে পারি না। যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও নিরাশা আমরা এখানে ভোগ করি, যাদের জন্য আমাদের চোখের জল পড়ে, তাই-ই শেষ কথা নয়; কারণ আমরা জানি রাত্রিশেষে সকালে আনন্দ উপস্থিত হবে (গীত ৩০:৫)। আমরা যখন আমাদের সত্য গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হব, তখন আমাদের চোখের জল মুছে দেওয়া হবে, আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের প্রতি সান্ত্বনা প্রদর্শিত হবে। আমরা আরও জানি, এই পৃথিবীর মাটিতে আমরা যে সমস্ত দুঃখ বা কষ্ট ভোগ করি, তারা সকলেই তাঁর হাত থেকে আসে, যিনি আবার আমাদের আশীর্বাদ করে থাকেন।

২। দ্বিতীয় যে কারণে, আমরা যাকোবের এই উত্তরকে সঠিক বলেতে পারি, তা হল, **যাকোব ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা আকাঙ্ক্ষা করেছিল**। এই আকাঙ্ক্ষাকে আমরা যোষেফের প্রতি যাকোবের কথার মধ্যে দেখতে পাই, *"এখন স্বচ্ছন্দে মরব, কারণ তোমার মুখ দেখতে পেলাম, তুমি এখনও জীবিত আছ"* (৪৬:৩০)। যাকোবের এই কথার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মধ্যে শিশু যীশুকে দেখে বৃদ্ধ শিমিয়ন যে কথা বলেছিল, আমরা তার প্রতিধ্বনি দেখতে পাই: *"হে প্রভু, এখন তুমি তোমার বাক্যানুসারে, তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করছ, কারণ আমার দুই চোখ তোমার পরিত্রাণ দেখতে পেল, যা তুমি সকল জাতির সামনে প্রস্তুত করেছ, পরজাতিগণের প্রতি প্রকাশিত হবার জ্যোতি, ও তোমার প্রজা ইস্রায়েলের গৌরব"* (লূক ২:২৯-৩২)।

যাকোবের এই কথার মধ্যে কেবল পিতা হিসাবে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ প্রকাশ নয়, অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার পূর্ণতার প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যাকোব সবসময় যে কথা চিন্তা করেছিল, তা হল, অব্রাহামের প্রতি প্রতিজ্ঞা যোষেফের মাধ্যমে পূর্ণ হতে চলেছে। কারণ, যোষেফ হল তার প্রিয়তম স্ত্রী রাহেলের প্রথম পুত্র। এই কারণে, যাকোব কেবল যোষেফকে সেই কোট উপহার দিয়েছিল (৩৭:৩)। আবার যেষেফ যখন দুটি স্বপ্ন দেখেছিল ও সেই স্বপ্নদ্বয়ের কথা তাদের বলেছিল, তা যদিও তার দাদাদের মনে তার প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন করেছিল, কিন্তু তার পিতা যাকোব *"সেই কথা মনে রেখেছিল"* (৩৭:১১)। সেই কারণে যোষেফের সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা শুনে যাকোব এতখানি দিশেহারা হয়েছিল যে, তার অন্য সন্তানরা তাকে সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এখন যাকোব ও যোষেফ পুনরায় মিলিত হয়েছে, তারা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে, তারা চোখের জল ফেলেছে, যাকোব ঘোষণা করেছে, *"এখন আমি স্বচ্ছন্দে মরব, . . .।"* যোষেফে অব্রাহামের প্রতি প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাকে আশা করে যাকোব এত সহজে নিজের মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করতে পেরেছে।

যাকোব যদিও যোষেফের প্রতি সেই প্রতিজ্ঞার হস্তান্তর আশা করেছিল, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। অবশ্যই এই কাহিনীর নায়ক হল যোষেফ, সমগ্র আদিপুস্তকে সে-ই সবথেকে বিশুদ্ধ চরিত্র, যাকোবের প্রিয়তম স্ত্রী রাহেলের সে প্রথম সন্তান, তাই আমরা মনে করতে পারি যে, অব্রাহামের প্রতি উক্ত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বহন করতে সেই-ই সবথেকে উপযুক্ত প্রার্থী। কিন্তু ঈশ্বর ঠিক করেছিলেন যে, প্রতিজ্ঞার হস্তান্তর মানুষের কৃতিত্ব বা উৎকর্ষের দ্বারা নয়, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহের দ্বারাই সাধিত হবে। তাই, যাদের বংশধর হয়ে মশীহ পৃথিবীর মাটিতে জন্মগ্রহণ করতে চলেছেন, তারা সবাই বিশুদ্ধ চরিত্র নয়, পরিবর্তে সেই যিহূদা ও তার কনানীয় পুত্রবধু তামরের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানের দ্বারা (আদি ৩৮ অধ্যায়) তিনি তা সাধন করতে চলেছেন।

মানুষ আমাদের কৃতিত্বকে দেখে ঈশ্বর আমাদের মনোনীত করেন না, পরিবর্তে তিনি উত্তম ও অধম সমস্ত মানুষকেই একই ভাবে ব্যবহৃত করতে পারেন। তাই, তাঁর রাজ্যে যোষেফের ন্যায় চরিত্রবানেরা যে কেবল প্রবেশ করে, তা নয়, পরিবর্তে করগ্রাহী, পাপী, ব্যভিচারী, মাদকাসক্ত, চোর-ডাকাতদের জন্যও তা খোলা আছে। তা আমার আপনার মতো রাগী, অহঙ্কারী, মিথ্যাবাদীদের জন্যও খোলা আছে। প্রেরিত ২:৩৯ পদানুসারে, *"এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানদের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য যতলোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডেকে আনবেন।"* তাই, আমরা যারা সেই রাজ্যে প্রবেশ করেছি, আমাদের গর্ব বা অহঙ্কার করার কোনও উপায় নেই, তিনি আমাদের কৃতিত্ব, উত্তমতা বা নৈতিকতা দেখে নয়, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহে আমাদের বেছে নিয়েছেন (১করিন্থীয় ১:২৭-২৯)। একই ভাবে, এখানে মুখাপেক্ষারও কোনও স্থান নেই। ঈশ্বরের রাজ্যের এই সুসমাচার সকলের কাছে সমান ভাবে প্রচার করতে হবে: সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, নৈতিক বা অনৈতিক হোক, ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাহীন হোক। আমরা আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে যদিও যোষেফকে বেছে নিতে চাই, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় যিহূদাকেই পরিত্রাণ করতে বেছে নিয়েছেন।

খ। যাকোব সঠিক <u>আকাঙ্ক্ষা</u> করেছিল: যোষেফের প্রতি প্রতিজ্ঞার হস্তান্তরের কথা চিন্তা করে যাকোব যদিও ভুল করেছিল, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার হস্তান্তরের বিষয় নিশ্চিত আকাঙ্ক্ষা করে যাকোব ঠিক কাজই করেছিল। অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি যে তা যাকোব ও তার সন্তানদের মাধ্যমে পূর্ণ করতে চলেছেন, যাকোব তা বিশ্বাস

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছিল ও সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করেছিল। তাই, ফরৌণের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়, আমরা যদিও দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট দরিদ্র যাকোবকে সেই সময়কার পৃথিবীতে সবথেকে ক্ষমতাবান ফরৌণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখছি, তথাপি যাকোবই ফরৌণকে আশীর্বাদ করেছে, ফরৌণ যাকোবকে নয় (৪৭:১০)। তখনকার দিনে কেবল ক্ষমতাবানেরাই অন্যদের আশীর্বাদ করতে পারত। যাকোব তাহলে কীভাবে ফরৌণকে আশীর্বাদ করতে পারল? এর একটাই উত্তর সম্ভব: তার ঠাকুরদা অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অর্থাৎ ***"তোমাতে ভুমণ্ডলের সমস্ত গোষ্ঠী আশীর্বাদ পাবে"*** (১২:১-৩), যাকোব তা বিশ্বাস করে ফরৌণকে আশীর্বাদ করেছে। যাকোব উপলব্ধি করেছে, তার যে অধিকার সে ফরৌণকে দিতে পারে, তা হল, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠী আশীর্বাদ পাবার যে প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছিল, তা অব্রাহামের প্রকৃত সন্তান, যীশু খ্রীস্টেতে সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাদের চারপাশের মানুষদের আমরা যে শ্রেষ্ঠ উপহার দিতে পারি, তা হল, যীশু খ্রীস্ট। যীশু পৃথিবীর মাটিতে আমাদের ন্যায় দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, পৃথিবীর মাটিতে তাঁর প্রবাসকাল যাকোবের থেকেও অল্প ছিল- বাইবেলে যে সাধারণ বয়সকালের কথা বলা হয়েছে (গীত ৯০:১০) তার অর্ধেকও নয়। আর সেই কটা দিনও তিনি দুঃখে কাটিয়েছেন: কত মানুষের দুঃখ ও অসুস্থতার তিনি মুকাবিলা করেছেন, বন্ধুদের মৃত্যু দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, তাঁর শিষ্যরা পর্যন্ত তাঁর প্রয়োজনের সময় ছেড়ে পালিয়েছে, এমনকী ক্রুশের উপর তাঁর পিতাও তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। পৃথিবীর মাটিতে যীশুর প্রবাসকালও যাকোবের মতো একই প্রকারের অল্প ও কষ্টকর ছিল। তথাপি, যীশু কখনও ক্ষোভ জানাননি, পরিবর্তে পিতার প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতার জীবন যাপন করেছেন, যারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ-অপরাধ করেছে, তাদের তিনি ক্ষমা করেছেন। আমাদের পরিবর্তে তিনি সেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, যা আমাদের পাপের পরিণাম; যেন আমরা পিতার সেই আশীর্বাদ ভোগ করি, যা আমরা হারিয়েছিলাম; কেবল এই পৃথিবীতে প্রবাসকালে নয়, কিন্তু চিরকালের জন্য আমাদের প্রকৃত বাসস্থানে তা ভোগ করি।

যীশু খ্রীস্টেতে আমরা যা পাবার যোগ্য, তা নয়, পরিবর্তে তার থেকে অনেক বেশি লাভ করেছি। ঈশ্বরের বিস্ময়কর অনুগ্রহ আমরা যীশুখ্রীস্টে লাভ করেছি। আমাদের পাপ সমূহ খ্রীস্টের ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করা হয়েছে; তাই, তাদের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের ভয় করার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই। খ্রীস্টের নিখুঁত ধার্মিকতা আমাদের দেওয়া হয়েছে, তাই আমরা পিত ঈশ্বরের সুনজর পেয়েছি। এই অনুগ্রহের দ্বারা স্বর্গে আমাদের প্রকৃত বাসস্থান সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়তা পেয়েছি, তাই পৃথিবীতে আমাদের প্রবাসকালে ভালো বা মন্দ, যাই ঘটুক না কেন, আমরা জানি স্বর্গে আমাদের জন্য অনন্তকাল ধরে সেই গৌরবপূর্ণ অধিকার অপেক্ষা করে আছে, ***"যেখানে কীট ও মরিচায় ক্ষয় করে না, চোরেও সিঁধ কেটে চুরি করে না"*** (মথি ৬:২০), এবং যা থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে না। আমরা সেই আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞার অধিকারী, যা আমাদের জন্য ঈশ্বর নিরপদে রক্ষা করে আছেন, যা আমরা একদিন আমাদের প্রকৃত অনন্ত বাসস্থানে যীশুর কাছ থেকে লাভ করব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com